ওয়ারিশ

পান্থশালার দরজায় বাইরে অপেক্ষা না করেই তুমি ফিরে যাচ্ছ
আমিও তাই কর্তব্যের কাছে পরাস্ত, কর্মসূচীতে আকণ্ঠ ঢেউ,
ইচ্ছে ছিল তোমাকেই ওয়ারিশ করে যাব এই গ্রাফিক জীবন
ইচ্ছে ছিল চার মাস বর্ষার পর ফিরিয়ে দেব অনন্ত শরৎ
তখন তুমি ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে নিতে পারো মেঘের কোলাজ
বসন্তের গুলমোহরী ঈর্ষা জিইয়ে রাখতে পারো নিশ্বাসে।

অরণ্যস্তব্ধ অন্ধকারে তখন হয়তো সূর্য নেই যে পথ দেখাবে।
আমার সফল শয্যার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে ঝরা পালক নীলকণ্ঠ
ছন্দোবদ্ধ দীঘল হাত থেকে খসে পড়বে আরবী ঘোড়ার লাগাম
মদের পাত্রে দোল খাওয়া আকাশ ভরে উঠবে হাহাকারে -
ফ্যাকাশে কোন জোছনায় পবিত্র আগুনকে জিজ্ঞেস করো,
মৎস্যকন্যা বলবে তারই কথা, নাগাল ছাড়িয়ে আরও অতলে ।

গুপ্তঘাতক যারা , তারা তোমায় চিনিয়ে ছিল মৃতদেহের পোড়াসুবাস,
মিথ্যে পড়ে রইল তোমার পাপড়ি মেলা দর্শন, রাঙ্গাজবা করতল।
সত্য প্রমানের যাবতীয় অস্তিত্ব ছিঁড়ে গেল নীল নিষ্ঠুরতায় ।
ইচ্ছেছিল এই অনন্ত শরৎ, গ্রাফিক জীবন তোমাকেই ওয়ারিস করে যাব,
বিশ্বাসহীনতার কাছে পরাজিত স্মৃতি আজ কেবলই মোহগ্রস্ত।

হাতে পায়ে শেকল বেঁধে নোঙরবন্দী হব তোমারই বন্দরে,
সযত্নে জলবে শুধু একটি পিদিম মৃত্যুহীন রাজকীয় উদাসীনতায়,
সূর্য ডোবার পরে জেগে উঠবে প্রতিবেশী চাঁদ আজ রাতেও
মধ্যযামে দিশাহীন চোখে তখন ফিরতে তোমায় হবেই।

অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com